মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রসারে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ভূমিকা

তপনমোহন চক্রবর্তী

লেখক কর্মজীবনে সরকারি কলেজে অধ্যাপনা ও রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার দায়িত্ব সামলেছেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য ও প্রকাশনা উপসমিতির আহ্বায়ক। জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য। তাঁর সম্পাদনায় এবছর পরিষদের পক্ষথেকে 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু জীবন ও কৃতি' বইটি প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাংলাভাষায় লেখকের জনপ্রিয় প্রবন্ধ প্রকাশ হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর সহযোগী বহু বিজ্ঞানুরাগী ব্যক্তি মনে করেছিলেন যে সাধারণ মানুষের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার দূর করে তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা জাগ্রত করা, বৈজ্ঞানিক ভাবধারার বিস্তার এবং সমাজের কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সুনিশ্চিত করার জন্য তাঁদের একটা দায়িত্ব আছে। 1947-এর 18 অক্টোবর তারিখে কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে অনুষ্ঠিত একটি সভায় সিদ্ধান্ত হয় মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করা হবে এবং তার নাম হবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি হন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। 1948-এর 25 জানুয়ারি রামমোহন লাইব্রেরি হলে প্রায় চারশোজন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির উপস্থিতিতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের যাত্রা শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানেই পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রথম সংখ্যায় বিভিন্ন রচনার বিষয় ছিল বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য। 1948-এর জুন সংখ্যা থেকে কিশোরদের জন্য আলাদা একটা বিভাগ 'ছোটদের পাতা' চালু হয়। উদ্দেশ্য ছিল কিশোরদের কাছে বিজ্ঞানের আকর্ষনীয় দিকগুলি তুলে ধরার সাথে সাথে তাদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান রচনায় উৎসাহিত করা। 1966 সালে অক্টোবর মাসে প্রকাশিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রথম শারদীয়া সংখ্যাটির প্রচ্ছদ বিনা পারিশ্রমিকে এঁকে দেন সত্যজিত রায়। প্রতি বছর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গুণীজনের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। গত বছর (2018) মে মাসের সংখ্যাটি বিজ্ঞানাচার্যের 125- তম জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার অণুপ্রেরণায় বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। বাংলা দেশেও এর প্রভাব লক্ষণীয়।

পরিষদের গ্রন্থাগারে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বই আছে। বেশ কিছু ইংরাজি ও বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা রাখা হয়। সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালায় তাঁর ব্যবহৃত বহু জিনিসপত্র রাখা আছে।

প্রতি ইংরাজি মাসের দ্বিতীয় শনিবার নবীন ও প্রবীন লেখকদের নিয়ে পরিষদ ভবনে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আসর' বসে। 1948 সাল থেকেই পরিষদ প্রতি বছর জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত বই প্রকাশ করে চলেছে।

বিশেষ বিশেষ মহাজাগতিক ঘটনা যেমন- পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণ (1995), হেল বপ ধূমকেতু (1997) ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের জন্য পরিষদ বিশেষ ব্যবস্থা করে থাকে। প্রতি বছর পরিষদ অনেকগুলি স্মৃতি বক্তৃতা ও স্মৃতি পুরস্কারের ব্যবস্থা করে থাকে। শান্তি ও উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষনার জন্য প্রতি বছর একজন গবেষককে বৃত্তি দেওয়া হয়।

2018 সালটি ছিল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 125 তম জন্মবর্ষ। এই উপলক্ষ্যে পরিষদ সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক অবদান, বিজ্ঞান চেতনা ও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে তাঁর অসামান্য ভূমিকা জনসাধারণ বিশেষত স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়াস গ্রহণ করে।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ স্বরূপ। জনমানসে বিজ্ঞানচেতনা প্রসারের কাজে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে চলেছে।